## ‘আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি’ শীর্ষক

# আলোচনা সভা

**জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এবং কাপেং ফাউন্ডেশন**

**৫ নভেম্বর ২০১০, রাজশাহী চেম্বার অন্ড কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ মিলনায়তন, রাজশাহী**

---

## আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রসঙ্গে

**মঙ্গল কুমার চাকমা**

**ক. প্রেক্ষাপটঃ**

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক তৎকালীন সামরিক শাসনামলের আইনের বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত পঞ্চম সংশোধনী আইনকে সংবিধান বহির্ভূত ও বেআইনী মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উক্ত রায়ে যথাযথ আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমে ’৭২-এর সংবিধানের মূলস্তম্ভসমূহ পুনর্বহাল করারও নির্দেশ রয়েছে। উক্ত ঐতিহাসিক রায়ের আলোকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার দেশের সংবিধান সংশোধন বা ’৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। বলাবাহুল্য, ’৭২ সালের সংবিধান তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক হলেও এতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। অপরদিকে বর্তমান সরকারের সংবিধান সংশোধনের এই মহান উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরী হয়েছে।

বলাবাহুল্য, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথার্থ নাগরিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে না। তারা আগ্রাসন, আক্রমণ ও উচ্ছেদের কারণে জমি থেকে উৎখাত হয়ে পড়ছে এবং নিজ ভূমিতে পরবাসী জীবনযাপন করছে। অথচ দেশের আদিবাসী জনগণ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। কিন্তু তাদের স্বশাসনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকারগুলো এখনো সাংবিধানিকভাবে অস্বীকৃত রয়ে গেছে। তবে সংবিধানের ২৮(৪) ও ২৯(৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত “নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ” হিসেবে বিবেচনা করে সরকার আদিবাসীদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন বা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু সংবিধানের উক্ত “নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ” প্রত্যয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এর মাধ্যমে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পরিপূরণ হয় না। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকার কারণে সকল ক্ষেত্রে তারা নানা উপেক্ষা ও প্রান্তিকতার শিকার হয়ে আসছে।

**খ. কেন ‘আদিবাসী’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রয়োজনঃ**

সরকার এ যাবৎ এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে ‘উপজাতি’ বা ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’ হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছে যা এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহের নিকট কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংজ্ঞায় আদিবাসী বলতে বুঝায় যে, যারা উপনিবেশ স্থাপন কালে বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলের প্রথম বা আদি অধিবাসীর বংশধর; যাদের প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের প্রধানতম সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা; যারা বর্তমানে সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং ঝুঁকিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনগোষ্ঠী; যাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে যা সচরাচর দেশের সরকারী ভাষা বা উক্ত অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা থেকে পৃথক; ভূমির সহিত যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে; যাদের সমাজ রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে প্রথাগত আইনের দ্বারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এসব সংজ্ঞা অনুসারে দেশের এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে নিঃসন্দেহে ‘আদিবাসী’ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

শুধু তাই নয়, দেশের অনেক আইনে যেমন- ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি. ১৯৯৫ সালের অর্থ আইন, ২০০৫ সালের দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, সরকারী পরিপত্র ও দলিলে এবং আদালতের রায়ে এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে ‘আদিবাসী’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি দায়বদ্ধতাঃ

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দেশের অন্যান্য নাগরিকদের মতো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এবং উক্ত অধিকার বলে তাদের স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আদিবাসীদের উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখার অধিকারসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখা ও উন্নয়ন, তাদের অধিকারকে প্রভাবিত করবে এমন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। বলাবাহুল্য, কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিকে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থন প্রদান করা হলে উক্ত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত অধিকারগুলো দেশের আইনে পরিণত করা বা দেশের আইনগুলোকে উক্ত চুক্তির মানদন্ডে উন্নীত করার দায়বদ্ধতা উক্ত রাষ্ট্রের রয়েছে। উপরোক্ত দায়বদ্ধতা অনুসারে আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের নৈতিক দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় যেই শাসনকাঠামো হোক না কেন দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য সাংবিধানিকভাবে বিশেষ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা স্বশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে আসছে। পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ভারত, ফিলিপাইন ও ল্যাতিন আমেরিকার অনেক দেশে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন, রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন, স্বশাসিত সরকারব্যবস্থা, সংরক্ষণমূলক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

ঘ. সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়াবলীঃ

বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এসব জাতিগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে নিজস্ব সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরই আলোকে আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতি ও স্বকীয়তা, স্বশাসন বা বিশেষ শাসন, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং সর্বোপরি সমঅধিকার ও সমমর্যাদার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ সংক্রান্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশ করা অপরিহার্য। এসব বিষয়াবলীর মধ্যে অন্যতম হলো-

(১) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৪৬টির অধিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পরিচিতি এবং স্বকীয়তাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

(২) দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসী নারীসহ আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসিত আদিবাসী অঞ্চলের মর্যাদা সাংবিধানিকভাবে প্রদান করা। এলক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' এবং এই চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনসমূহকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

(৪) আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক ও আইনী রক্ষাকবচ যাতে আদিবাসী জাতিসমূহের সম্মতি ছাড়া সংশোধন বা বাতিল করা না হয় তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা।

(৫) আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকারসহ ভূমি, ভূখন্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

(৬) বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের লক্ষ্যে আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান করা।

৬. সংবিধানের দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাবাবলী

উপরোক্ত দাবীনামায় অন্তর্ভুক্ত অধিকারগুলো সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সংযোজন করা অত্যাবশ্যক। তারই আলোকে সংবিধানের দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাবাবলী উপস্থাপন করা গেল-

১। সংবিধানের প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) 'রাষ্ট্রভাষা' সংক্রান্ত ৩ অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা" শব্দগুলোর শেষে নিম্নোক্ত বাক্যটি সংযোজন করা-

"তবে রাষ্ট্র দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবেন।"

২। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) 'স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন' বিষয়ক ৯ অনুচ্ছেদ "রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহেকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে" অনুচ্ছেদের "কৃষক, শ্রমিক" শব্দগুলোর পরে "আদিবাসী জাতিসমূহ" শব্দ দু'টি সংযোজন করা।

৩। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' বিষয়ক ১৪ অনুচ্ছেদ "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষ—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা" অনুচ্ছেদের "কৃষক ও শ্রমিককে" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "কৃষক, শ্রমিক ও আদিবাসী জাতিদিগকে" শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা।

৪। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) 'ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য' সংক্রান্ত ২৮ অনুচ্ছেদের ৪ দফা "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না" অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে "আদিবাসী জাতি" শব্দসমূহ সংযোজন করা এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে সংবিধানে নতুন তফসিল সংযোজন করে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নামের তালিকা সন্নিবেশ করা।

৫। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) 'সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা' সংক্রান্ত ২৯ অনুচ্ছেদের ৩ উপ-অনুচ্ছেদের (ক) দফা "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, ...রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না" দফার প্রারম্ভে "দেশের আদিবাসী জাতিসহ" শব্দসমূহ সংযোজন করা।

৬। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) 'চলাফেরার স্বাধীনতা' সংক্রান্ত ৩৬ অনুচ্ছেদ "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে" অনুচ্ছেদের প্রারম্ভিক শব্দ "জনস্বার্থে" এর পরে "এবং দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে" শব্দসমূহ সংযোজন করা।

৭। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'স্থানীয় শাসন' সংক্রান্ত ৫৯ অনুচ্ছেদের পর '৫৯ক' নামে নিম্নোক্ত নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

"৫৯ক। দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।"

৮। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) ৩য় পরিচ্ছেদের (স্থানীয় শাসন) পর "৩ক পরিচ্ছেদ- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন" নামে নিম্নোক্ত নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজন করা-

"৬০ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি বিশেষ শাসিত অঞ্চল হইবে।"

৯। সংবিধানের পঞ্চম ভাগের (আইনসভা) 'সংসদ প্রতিষ্ঠা' সংক্রান্ত ৬৫ অনুচ্ছেদ "৬৫।(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।" এর পর নিম্নোক্ত শর্তাংশ সংযোজন করা-

"তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।"

অনুরূপভাবে ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) উপ-অনুচ্ছেদের পর '(৩ক)' নামে নিম্নোক্ত নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

"(৩ক) আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় সংসদে পনেরটি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইন অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) দফার অধীন কোন আসনে কোন আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিসমূহের নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।"

১০। সংবিধানের পঞ্চম ভাগের (আইনসভা) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'আইন-প্রণয়নের পদ্ধতি' সংক্রান্ত ৮০ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর '২ক' নামে নিম্নোক্ত নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

"(২ক)। রাষ্ট্র দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন বা সংশোধন বা বাতিল করিতে গেলে দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন।"

১১। সংবিধানের দশম ভাগের (সংবিধান-সংশোধন) 'সংবিধান-সংশোধনের ক্ষমতা' সংক্রান্ত ১৪২ অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদের (আ) দফার পর নিম্নোক্ত নতুন দফা সংযোজন করা-

"(ই) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার সম্বলিত বিধানাবলী সংশোধন, সংযোজন অথবা বাতিলের পূর্বে দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন।"

১২। সংবিধানের প্রথম তফসিল (৪৭ অনুচ্ছেদের আলোকে) 'অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন' সংক্রান্ত প্রথম তফসিলে নিম্নোক্ত আইনসমূহ সংযোজন করা-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮,
- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (সংশোধিত),
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (সংশোধিত) এবং
- বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (সংশোধিত)।

---

## চ. বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসমূহের নামের তালিকা

| ক্রঃ | আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নাম | |
|---|---|---|
| ১ | চাকমা | Chakma |
| ২ | মারমা | Marma |
| ৩ | ত্রিপুরা | Tripura |
| ৪ | ম্রো / মুরুং | Mro |
| ৫ | তঞ্চঙ্গ্যা | Tanchangya |
| ৬ | বম | Bawm |
| ৭ | পাংখোয়া | Pankhua |
| ৮ | চাক | Chak |
| ৯ | খিয়াং | Khyang |
| ১০ | খুমী | Khumi |
| ১১ | লুসাই | Lusai |
| ১২ | গারো / মান্দি | Garo |
| ১৩ | রাখাইন | Rakhain |

| | | |
|---|---|---|
| ১৪ | খাসি | Khasi |
| ১৫ | মণিপুরী | Monipuri |
| ১৬ | হাজং | Hajong |
| ১৭ | বানাই | Banai |
| ১৮ | কোচ | Koch |
| ১৯ | ডালু | Dalu |
| ২০ | সাঁওতাল | Santal |
| ২১ | পাহাড়িয়া | Paharia |
| ২২ | মুন্ডা | Munda |
| ২৩ | মাহাতো | Mahato |
| ২৪ | সিং | Singh |
| ২৫ | খারিয়া | Kharia |
| ২৬ | খন্ড | Khond |
| ২৭ | অসমিয়া | Asam |
| ২৮ | গোর্খা | Ghorkha |
| ২৯ | কর্মকার | Kormokar |
| ৩০ | পাহান | Pahan |
| ৩১ | রাজুয়াড় | Rajuar |
| ৩২ | মুসহর | Musohor |
| ৩৩ | রাই | Rai |
| ৩৪ | বেদিয়া | Bedia |
| ৩৫ | বাগদী | Bagdi |
| ৩৬ | কোল | Kol |
| ৩৭ | রাজবংশী | Rajbongsi |
| ৩৮ | পাত্র | Patro |
| ৩৯ | মুরিয়ার | Muriar |
| ৪০ | তুরী | Turi |
| ৪১ | মাহালী | Mahali |
| ৪২ | মালো | Malo |
| ৪৩ | উরাও | Oraon |
| ৪৪ | ক্ষত্রিয় বর্মন | Khotrio |
| ৪৫ | গন্ড | Gond |
| ৪৬ | বড়াইক | Boraik |